সংবাদ

তারিখ 21 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

নওগাঁর বটতলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

নওগাঁ থেকে ইমতিয়াজ আলম ঃ নওগাঁ সদর উপজেলার বটতলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতাসহ দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগের কয়েকটি বিষয় তদন্ত করে প্রতিবেদন উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা (এফএসএসপি) ইতোমধ্যে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পেশ করেছেন।

প্রাপ্ত অভিযোগসহ স্থানীয় লোকজন ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, বটতলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। গত কয়েক বছরে বিদ্যালয়টির নামে বরাদ্দকৃত বিভিন্ন অনুদানসহ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক (পদাধিকারবলে ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক) যোগসাজসে বিদ্যালয়ের তহবিলে জমা না দিয়ে নিজেরা আত্মসাৎ করেছে বলে স্থানীয় সচেতন মহলের পাশাপাশি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একই বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন সহকারী শিক্ষক অভিযোগ করেছেন। এমনকি ওই দু'জনের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের কিছু জমি বিক্রি করারও অভিযোগ রয়েছে। প্রাপ্ত আরও অভিযোগে জানা গেছে, বিদ্যালয়টির মাঠ ভরাট অর্থাৎ খেলাধুলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে ১৯৯৮ সালে তৎকালীন নওগাঁ-নাটোর এলাকার মহিলা সংসদ সদস্য বিদ্যালয়টিকে ২১ টন গম বরাদ্দ দেন; কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির অন্যদের ম্যানেজ করে নামমাত্র মাঠ সংস্কার করে বাকি অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় সচেতন মহল জেলা প্রশাসক বরাবরে অভিযোগ করলে তৎকালীন থানা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে নওগাঁ সদর থানার সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিষয়টির তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন; কিন্তু সভাপতি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় দলীয় প্রভাব বিস্তার করে তদন্ত প্রতিবেদনটি ধামাচাপা দিতে সক্ষম হন বলে একটি নির্ভরশীল সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে এবং যেসব ব্যক্তি এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদসহ তাদের অপকর্মের বিরোধিতা করতে পারে সেসব ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে নিজেদের লোকজনকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সদর উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা তদন্তশেষে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল (স্মারক নং-এফএসএসপি/নওগাঁ সদর/তদন্ত/১৬৫-২০০২/১২৭; তাং ১৮-০৯-২০০২) করেছেন। ওই তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগটির সত্যতা পাওয়া গেছে। একইভাবে অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একই কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী বটতলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকসহ তাদের লোকজন অভিযোগকারীদের নানাভাবে হুমকি-ধমকিসহ ভয়ভীতি প্রদর্শন করায় অভিযোগকারীরা ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি বটতলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ এবং কম্পিউটার না থাকা অবস্থায় মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণিত করতে কয়েকদিন আগে বিদ্যালয়ের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে প্রধান শিক্ষক সরকারদলীয় এক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করছে বলে অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে।

অন্যদিকে এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বটতলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি অ্যাডভোকেট বজলার রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে বলে স্বীকার করলেও উত্থাপিত অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করার পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের বলে জানান। তাই স্বাভাবিকভাবেই কোন অনিয়ম হলে তার দায়দায়িত্ব প্রধান শিক্ষককে বহন করতে হবে। একই বিষয়ে প্রধান শিক্ষক বেলাল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের রেজুলেশন অনুযায়ী তিনি সভাপতির বিনা অনুমতিতে কিছুই করতে পারেন না বলে জানিয়েছেন।